

অম্বুবাচী কী এবং কেন?

জ্যোতিষি শাস্ত্র মতে, প্রতবিহর আষাঢ় মাসের ০৭ তারিখে অম্বুবাচী পালতি হয়। শাস্ত্রমতে, সূর্য যবে বারং ও যবে সময়ে মথুন রাশিতে গোচর করে, তার পরের সেই বারই পালতি হয় অম্বুবাচী। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এই দিনটিই ০৭ই আষাঢ়। প্রতবিহর সূর্য আদ্রা নক্ষত্রে প্রথম পর্যায় অবস্থানকালে, মথুন রাশির ০৬ ডিগ্রি ৪০ মিনিট থেকে ১০ ডিগ্রি পর্যন্ত সময় ধরিত্রী ঋতুমতী হন। এটিই অম্বুবাচী নামে পরিচিতি। আষাঢ় মাসের মৃগশিরা নক্ষত্রে তিনটি পর্যায় শেষ হলে ধরিত্রী ঋতুমতী হন। ধরিত্রীর ঋতুবতী থাকার সময় কাল তিন দিনের। এ সময় কোন শুভ অনুষ্ঠান কিংবা মাঙ্গল্যকি অনুষ্ঠান করা অশুভ হিসেবে ধরা হয়।

অম্বুবাচীতে হাল ধরা, গৃহ প্রবেশ, বিবাহ ইত্যাদি শুভ কাজ নিষিদ্ধ।

আষাঢ় মাসে মৃগশিরা নক্ষত্রে তৃতীয় পাদ অতীত হলে চতুর্থ পাদে আর্দ্রা নক্ষত্রে প্রথম পাদের মধ্যে ধরিত্রীদেবী ঋতুমতী হন। এই সময়কে অম্বুবাচী বলে। আষাঢ় মাসের ৭ তারিখে মৃগশিরা নক্ষত্রে তিনটি পদ শেষ হলে পৃথিবী বা ধরিত্রী মা রজঃস্বলা হন। এই সময়টিতে অম্বুবাচী পালন করা হয়।

আবার ঠিক এই একই সময়ে অসমের নীলাচল পাহাড়ে যোনরিপা মহামায়া কামাখ্যাও ঋতুমতী হন। এই সময় তিনদিন দেবী মন্দির বন্ধ থাকে। তিন দিন গত হলে দেবী মন্দির খোলা হয় এবং দেবীর স্নান ও পূজা আরাধনা শেষে ভক্তদের দেবী দর্শন করতে দেওয়া হয়।

সাধারণত ৬ই বা ৭ই আষাঢ় থেকে ১০ই বা ১১ই আষাঢ় পর্যন্ত এই যোগ থাকে। অম্বুবাচী যোগের জগন্মাতা কামাখ্যার রক্তবস্ত্র দাহে ধারণ করলে অভীষ্ট ফললাভ হয়ে থাকে। তাছাড়া ওই রক্তবস্ত্র ধারণ করে যবে কোনো স্থানে জপ, পূজা করলেও সাধক এর সাধনা পূর্ণ হয়।

অম্বুবাচী:- অম্বুবাচী কথাটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'অম্ব' ও 'বাচী' থেকে। 'অম্ব' শব্দের অর্থ হলো জল এবং 'বাচী' শব্দের অর্থ হলো বৃদ্ধি। অতএব গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহের পর যখন বর্ষার আগমনে ধরিত্রী সিক্ত হয় এবং নবরূপে বীজধারণে যোগ্য হয়ে ওঠে সেই সময়কেই বলা হয় অম্বুবাচী।

আসামের কামরূপে কামাখ্যা দেবীর মন্দির এই তিনদিন বন্ধ থাকে।

হিন্দুধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ বাৎসরিকি উৎসব অম্বুবাচী (Ambubachi)। এই অম্বুবাচী বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অমাবতী বলেও পরিচিতি। মনে করা হয়, আষাঢ় মাসে মৃগশিরা নক্ষত্রে চতুর্থ পদে ঋতুমতী হন ধরিত্রী। পূর্ণ বয়স্কা ঋতুমতী নারীরাই কেবল সন্তান ধারণে সক্ষম হন। তাই অম্বুবাচীর পর ধরিত্রীও শস্য শ্যামলা হয়ে ওঠেন। ভারতের একাধিক স্থানে অম্বুবাচী উৎসব, 'রজঃউৎসব' নামেও পালতি হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ঋতুকালে ময়েরো অশুচি থাকেন।

সতীপতির অন্যতম এই অসমের কামাখ্যা মন্দিরে সতীর গর্ভ এবং যোনিপড়ছেলি। তন্ত্র সাধনার অন্যতম পীঠ এই মন্দির। প্রতি বছর অম্বুবাচীর তিন দিন কামাখ্যা মন্দিরে বিশেষ উৎসব এবং মহামেলার আয়োজন হয়। সেই সময় মন্দির বন্ধ থাকে। তবে চতুর্থ দিনে সর্বসাধারণের ভক্তকুলের জন্য মন্দিরে দ্বার খুলে দেওয়া হয়। দেশে-বিশ্বে থেকে ভক্তেরা ভিড়ি জমান মন্দিরে।

অম্বুবাচী শুরুর পর 3 / 4 দিন চলে এই উৎসব।

অম্বুবাচীর নিয়মকানুন□

অম্বুবাচীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু আচার অনুষ্ঠান। এই তিনদিন সন্ন্যাসী এবং বধিবারা বিশেষ ভাবে পালন করেন। শুধু তাই নয়, অম্বুবাচী চলাকালীন কৃষকিজ বন্ধ রাখা হয়। তিনদিন পর অম্বুবাচী ফরে কোনও মাঙ্গলকি অনুষ্ঠান ও চাষাবাদ শুরু হয়।

একই ভাবে মনে করা হয় পৃথিবীও সময়কালে অশুচি থাকেন। সজেন্যেই এই তিন দিন ব্রহ্মচারী, সাধু, সন্ন্যাসী, যোগীপুরুষ এবং বধিবা মহিলারা 'অশুচি' পৃথিবীর উপর আগুন—আগুনরে রান্না করে কছু খান না। বিভিন্ন ফলমূল খেয়ে এই তিন দিন কাটাতে হয়। এখনও বিভিন্ন পরিবারে বয়স্ক বধিবা মহিলারা তিন দিন ধরে অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে ব্রত পালন করেন। তিনদিন পরে জামাকাপড়, বহিানা সাবান দিয়ে ধুয়ে, নিজেরো সাবান- শ্যাম্পুতে স্নান করে সবকছুতে হাত দেন। শুধু কামাখ্যা নয়, অম্বুবাচী চলাকালীন বিভিন্ন মন্দির ও বাড়ির ঠাকুর ঘরে মাতৃ শক্তির প্রতীমা বা ছবি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এ সময় কোনও শুভ অনুষ্ঠান করা হয় না। অম্বুবাচীতে হাল ধরা, গৃহপ্রবশে, বিবাহ ইত্যাদি শুভ কাজ নিষিদ্ধ।

অম্বুবাচীকালে কর্ম/অকর্ম

অনেকেই জানতে চয়েছেন অম্বুবাচী কালে পূজা-পাঠ বিষয়ে কি করণীয় এবং কি করণীয় নয়।

সবার সুবিধার্থে আজকের লেখা।

প্রশ্ন যটি উঠে আসে অম্বুবাচীর স্থতিকালে নতি্য, নমৈতি্তিকি, এবং

কাম্যকর্মেরে প্রসঙ্গে কি করণীয়।

প্রথমই বলি - নতি্যকর্মাদি, যমেন নতি্যপূজা এবং সন্ধ্যাবন্দনা যথাবধি চলতে থাকবে।

কোনো কারণই এইকর্ম বন্ধ রাখার কোনো শাস্ত্রীয় বধিান নই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কামাখ্যা মন্দির ছাড়া কোনো সতীপীঠে এই কদিন দবীর গর্ভগৃহ বন্ধ হয়না।

এমনকি কামাখ্যাধামেও এই কদিন মায়েরে নতি্য পূজা চলে, সেখানে বন্ধ থাকে শুধু নতি্যহোম এবং বলদান। তাই, বাড়তিও দবে/দবীদরে নতি্যপূজা একই ভাবে করতে হবে। বিশেষত, যদি সম্পূর্ণ বধিবিৎ প্রতষ্টিতি মন্দিরে পূজা পাঠ বন্ধ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে কনিতু সেই দবে/দবীর পুনরায় প্রতষ্টিতা করতে হয়। তাই, কোনো অবস্থাতেই দবে/দবী সবো বন্ধ হবে না।

যাদের দীক্ষাদি হয়েছো, তারাও এই কদিন জপ-ধ্যান বন্ধ করবেন না। তাতে,

নতি্যকর্ম ভঙ্গরে দোষ উৎপন্ন হয় যা অত্য়ন্ত দোষাবহ। অধকিনিতু,

অম্বুবাচিকাল সাধনেরে অত্য়ন্ত উপযোগী সময়। তাই, সটোভাগ্যক্রমে যাদের দীক্ষালাভ হয়েছো তারা অবশ্যই এইসময় যথাসাধ্য জপ ধ্যান করুন। সম্ভব হলে, অন্যদিনেরে থেকে বেশিই করুন, সাধন জীবনে কল্যাণ হবে।

তবে যারা বই দেখে নিজেরে মন্ত্র নিয়েছেন, বা যাদের মন্ত্রগুরু ফেইসবুক বা ইউটুবে, বা গুরুকরণ না করেই কোনো জ্যোতিষী/তান্ত্রিকেরে প্যাডে দেয়ো মন্ত্রেরে জপ করেন, তাদের প্রতকি কোনো দকিনর্দশে দেয়ো নতি্যপ্রয়োজন মনে করে তাদের কছু পরামর্শ দেয়ো থেকে বরিত থাকলাম। একই কথা প্রয়োজ্য যাদের আধ্যাত্মকি কর্ম বলতে চল্লিশা পড়া।

অম্বুবাচীর আচার আমরা সাধারণত বধিবা মহিলাদের পালন করতে দেখি। তারা এই কদিন অন্ন গ্রহণ করেন না। ফল, দুধ, ইত্যাদি গ্রহণ করেন। শাস্ত্রীয় বধিতে এই

কদনি একই আচার সব ব্রাহ্মণ, ব্রতধারী, সন্ন্যাসীর পালনীয়। তবে, কে আচার মানবনে আর কে মানবনে না, সটো তাদের সিদ্ধান্ত। এই প্রতবিদেকরে উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাকে তুলে ধরা।

নৈমিত্তিক কর্ম, যমেন বিশেষে পূর্বকৃত্যও এই সময় যথাবধি পালন হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ধরুন, প্রতি অমাবস্যা/পূর্ণিমায় যারা মাঘের পূজা ও শ্রী শ্রী নারায়ণপূজা করেন, তারা কর্ম চালিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু, কেউ যদি মনে করেন ঐদিনি নারায়ণ পূজা করে গৃহপ্রবশে করবেন, তারা করতে পারবেন না, যেহেতু তা বিশেষ সংকল্পতি কর্ম হবে। মা/বোনরো যমেন প্রতি বৃহস্পতিবার বাড়িতে শ্রী শ্রী লক্ষী পূজা করেন, সটোও করতে কোনো বাধা নেই।

এই কদনি একমাত্র নষিদ্ধ থাকবে বিশেষে কাম্যকর্ম। যমেন, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, গ্রহপূজা, বিশেষে উদ্দেশ্যে দেবে/দেবীর পূজা বা সমধর্মী কর্মকান্ড থেকে বরিত থাকতে হবে।

আরেকটি কথা উল্লেখ করার বিশেষে প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করছি। তান্ত্রিক মহলে এই সময় একান্ত ভাবে ইস্টসাধনের কাল। ঠকি ঠকি পরম্পরায় অভষিক্ত হয়ে যারা তান্ত্রিক হয়েছেন তারা এইকদনি নিজস্ব সাধনই ব্রতী থাকবেন। পরের হীত করার কোনো সুযোগ এবং সময় তাদের থাকবে না। তাই, এই সময়ে যদি কোনো তান্ত্রিক বা জ্যোতিষী বধিান দেন যে আপনাদের হতিকামনায় কোনো বিশেষ পূজানুষ্ঠান করবেন, তিনি সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় বধিান দিচ্ছেন জানবেন। এরকম অশাস্ত্রীয় পন্থা অভ্যাসকারীর বধিানে কোনোদিন কোনো কল্যাণ হতে পারে না তা নিশ্চিত বলতে পারি।

অম্বুবাচী চলাকালীন কোন দেবতার পূজারচনা বন্ধ রাখা যায় না। সরেকম কিছু হলে তা আর যাইহোক, পঞ্জিকা বা পঞ্জিতে অবশ্যই উল্লেখ করা থাকতো।

গতবছর কিন্তু পঞ্জিতে যমেন বপিত্তারনিদেবীর পূজার নষিধে ছিলি না (তবে গতবারে এনিয়ে অনেকে ষণ্ডমারকা পুরুত আর আন্ত্রিক গ্রস্থ তড়োন্তকিরা বলছেলি যে পঞ্জিতে ভুল আছে) তমেনি এবারেও অমাবস্যার মহানশি বহিতি মহামায়ার পূজার কোন নষিধে নাই। (এবারে সেই বলদগুলো কিন্তু পঞ্জির ভুল দেখতে পায়নি হয়তো) যেহেতু কোন নষিধোজ্ঞা পঞ্জিকাতে নাই তাই শাস্ত্রে ও না থাকার কথা..... আসুন আরেকবার জনে নই, শাস্ত্রাদি অম্বুবাচী চলাকালীন দেবতাদের পূজার বধিমিলা বষিয়ে কনির্দশে দিচ্ছে.....

প্রথমই সাধারন মানুষের জন্ম.....

"পৃথ্বীং ঋতুমতীং বীক্ষ্য সহস্রং যদনিত্যশঃ।

তদ্যপি জপে একাগ্রমানসঃ কুলপূজারত সুধীঃ।।"

(গন্ধর্বতন্ত্র)

যদি দেখাযায় নতি্যকালরে ন্যায় পৃথিবী ঋতুমতী (অম্বুবাচী) হয়েছেন, তবুও সুধীজন (সাধক, পুরোহিত, ব্রতী) একাগ্রচিত্তে কুলদেবতার পূজা ও জপ করবেন।

এবার দেখে নবে, কটোলাচারীদের কি বলছে...

"আষাঢ়ে প্রথম দেবী অম্বুবাচী দনিত্রয়ং

সংগোপনে গৃহে দেবং স্থাপয়দেবস্ত্রবষ্টনৈ।

রাত্রৌ মহানশিযোগে পঞ্চোচারণে দশেকিঃ

পূজয়তিবা বলং দত্ত্বা হোময়তিবা বহিরয়ৎ।।"

(বামকশের তন্ত্র)

তন্ত্রভষিক্ত বামাচারী সাধকের গৃহে দেবীমূর্তি প্রতষ্টিতি থাকনে তাই এদের কুলমার্গানুসারে কটোলগৃহাবধুত বলে, অর্থাৎ এনারা গার্হস্থ্য ধর্ম প্রতপালতি

করেও ইষ্টসাধনে নয়োজ্যেতি থাকেন।

এই অমাবস্যার মহানশিযোগের সময় তারাও তার গৃহে প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্তির চারপাশ বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন (বেড়ো দিয়ে) করে, তন্ত্রোক্ত বধিমিতে একান্ত গোপনে রাত্রি (রহস্যপূজা, চক্রানুষ্ঠান) দেবীর পঞ্চ ম-কারে পূজা সুসম্পন্ন করবেন, হোম বলদান সমস্তই করবেন।

তাহলে অমাবস্যার মহানশি বহিতি পূজা অম্বুবাচী চলাকালীন নষিদ্ধ নয়, তা শাস্ত্রের আলোকে অবশ্যই জানানোর প্রচেষ্টা করলাম।

এবারে আবারো জনৈক, অম্বুবাচী চলাকালীন ককিকরবেন না বা করতেন নাই.....

এটা সকল সনাতনী হিন্দুগণের জন্য....

"ধরন্যাঋতুমত্যাং তু তথা সপ্ত দানাদি চ।

ঋতুমত্যাং ন কুর্বীত পূর্বসঙ্কল্পতাদৃতে ॥

ন কুর্বাৎ খননং ভূমং সূচ্যগ্রণোপি শঙ্কর।

বীজানাং বপনঞ্চৈব চতুর্বংশতি যামকম ॥

প্রমাদাদ্বপনং কৃৎবা গাশ্চ তত্র প্রচারয়েৎ।

কৃচ্ছরং কুর্যাদ্ভক্ষণাচ্চ খননং তলিকাঞ্চনম্ ॥"

(মৎস্যসূক্ত)

.....ধরণী ঋতুমতী হলে সপ্তদবিস সঙ্কল্পকৃত কর্ম হবে না, ভূমি খনন করা যাবে না, বীজবপন করা যাবে না, দগ্ধবস্তু খাওয়া যাবে না।

ইত্যাদিকর্ম করলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্রাহ্মণকে তলিকাঞ্চন দান করতেন হবে।
বঃ দ্রঃ- মাটি খোঁড়া সকলের জন্য নষিদ্ধ, তবে আপেকালীন কর্ম বা নমিত্ত কর্মসাধন হতে অম্বুবাচীতে মাটি খুঁড়লে দোষ হবে না।

যমেনঃ- মৃতদেহে সৎকারের জন্য, বলদানের যুগকাষ্ট পোঁতবার জন্য, আবার বন্যাপরিস্থিতি এড়ানোর জন্য মাটি খোঁড়া যাবে।

অম্বুবাচী চলাকালীন সময়ে তথিকৃত সমস্তই করতে পারবেন, যমেন রথযাত্রা, মাসকিশ্রাদ্ধ, সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ, সপণ্ডনকর্ম এগুলি সমস্তই করা যায়।

তার প্রমাণ.....

" অম্বুবাচ্য বন্দবৈ গহে গবামায তন চ ।

অনশটচরিভবদেবপিরঃ দবৈ পৈত্বে চ কৰ্ম্মন।।"

(সময়. প্রদীপ)

অম্বুবাচীতে কী করবেন:

1. এ সময় দেবী মূর্তি বা পট লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত।
2. অম্বুবাচী শেষ হওয়ার পর দেবীর আসন পাল্টে, স্নান করিয়ে পূজা দেওয়া উচিত।
3. এ সময় গুরুপূজা করা উচিত বলে মনে করা হয়। গুরু প্রদত্ত জপ মন্ত্র মালাতে করবেন না কনিত্ত মনে মনে অবশ্যই করতে পারবেন
4. অম্বুবাচীতে তুলসীর গাছে গোড়া মাটি দিয়ে উঁচু করে রাখুন।

অম্বুবাচীতে যে কাজ ভুলেও করবেন না

1. বৃক্ষ রোপণ, কৃষিকাজে নষিদ্ধোজ্ঞা রয়েছে। আবার শুভ কাজ করা থেকেও বরিত থাকতেন হবে।
2. তুলসীর গাছে জল দেবেন না
3. কোন প্রকারের শাক খাবেন না
4. আগুন পোড়ানো বা ছকো রুটি খাওয়া উচিত নয়.
5. কোন কারনেই মাটি খনন করবেন না